# ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড

# ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড

তাওহিদের সাথে শিরকের সংঘাত

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

# ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

প্রথমপ্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৮
নাশাতসংস্করণ : জুন ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
**নাশাত পাবলিকেশন**
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১

স্বত্ব : লেখক

মূল্য : ১৮০ (একশ আশি) টাকা মাত্র

পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বাংলারপ্রকাশন

আপাতক্ষুদ্র বিষয়েও যারা ভাবেন, ঈমান-আকিদার বুনিয়াদি মাসায়েল ও দীনদারির বিষয়ে যারা গাফেল ও হুজুগে নন—মনোযোগী; তথাকথিত আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার প্রবাহ যাদের ঈমানের সংবেদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, যারা সমালোচনাকে উপেক্ষা নয়; বরং আত্মোপলব্ধির জন্য উপকারী মনে করেন এবং সব বিষয়ে সকল তত্ত্ব বুঝার পরও কিছু আসমানি সত্য বুঝার অপেক্ষায় থাকেন 'কোয়ান্টাম মেথড' থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়...

## নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
(মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দির সফরনামা)
কিংবদন্তির কথা বলছি/ আহমাদ সাব্বির
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
ড. কাজী দীন মুহম্মদ : জীবন ও সাহিত্য/ জুবাইর আহমদ আশরাফ
আমার ঘুম আমার ইবাদত/ আহমাদ সাব্বির

## দোয়া ও অভিব্যক্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে পড়াশোনা করে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের যে মিশন চলছে, এটি ঠিক সেই মিশনকে সামনে রেখেই কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে 'মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী' প্রতিষ্ঠিত 'হেযবুত তওহীদ'ও একই লক্ষ্যে কাজ করছে বলে মনে হয়েছে। ইসলামের সাথে অন্যান্য কুফরি ধর্মকেও সমমানের করে দেখানোর এই মিশন বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সাংগঠনিক রূপে কাজ করছে। নামধারী কিছু আলেমকেও এই মিশনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

আমি আশাকরি এই বইখানার মাধ্যমে মুসলিম ভাইবোনেরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান হতে পারবেন এবং নিজেদের ঈমান-আকিদা হেফাজত করতে সচেষ্ট হবেন। আল্লাহ আমাদের সকল দাওয়াতি কাজ কবুল ও মাকবুল করুন। আমিন।

মাওলানা ইসহাক ওবায়দী
প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম
বশীরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা
মইজদীপুর, সেনবাগ, নোয়াখালী।

## আমাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ; ওয়াবিকা নাসতাঈনু ইয়া কারিম!

'কোয়ান্টাম মেথড' সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি পরিচিত এক ভাইয়ের কাছে, যিনি এ বিষয়ে নির্দেশনা পেতে প্রশ্ন করেছিলেন। বিস্তারিত জানা না থাকায় কিছুই বলতে পারিনি। তবে নামটা মাথায় গেঁথে ছিল। সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গা থেকে এ বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন আসছে। সবাইকে আশ্বাস দিই—জেনেই তবে জানাবো। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে যতটুকু জেনেছি তা-ই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশে মেডিটেশনজগতের পথিকৃৎ হলো কোয়ান্টাম মেথড। ধ্যানের মাধ্যমে মনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের নামে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কোয়ান্টাম এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গণক ও রাশিফল লেখক 'শহীদ আল বোখারীর' তত্ত্বাবধানে বহুমুখী কার্যক্রম নিয়ে কয়েক যুগ ধরে পরিচালিত হচ্ছে 'কোয়ান্টাম মেথড'।

সাধারণত বলা হয় 'কোয়ান্টাম মেথড' হচ্ছে জীবনযাপনের বিজ্ঞান; অন্য কথায় 'ধ্যানের' মাধ্যমে চিকিৎসা ও আত্মশক্তি উন্নয়নমূলক একটি প্রতিষ্ঠান; তবে এর বাইরে কোয়ান্টামের আরেকটা পরিচয় আছে। সে পরিচয় কী? তা পুরোপুরি জানতে হলে চিকিৎসা ও সেবার জাল দিয়ে সাজানো বিজ্ঞাপনী আবরণ ভেদ করে ভেতরে যেতে হবে।

কোয়ান্টাম মেথড কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়; কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যাখ্যা করে। বিশেষত ইসলামের এমন কিছু তত্ত্ব পেশ করে, যা ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

তবে যেকারো পক্ষে তাদের পরিবেশিত ইসলামের অপব্যাখ্যাগুলো বুঝতে হলে, ঈমানের সঠিক মানদণ্ড জেনে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ঈমানের সাথে কুফরের মিশ্রণে গড়ে ওঠা আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের আহ্বানসংবলিত মতবাদগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এজন্য প্রথমেই ঈমান ভঙ্গের কারণ ও ঈমানের রোকনসমূহের

ইলম অর্জন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি জাগতিক চৈতন্যের ঊর্ধ্বে মহাজগতের অপার্থিব চেতনা সন্ধানের নামে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান পাদরি ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ-সাধনার ইতিবৃত্তও জানা প্রয়োজন। তা না হলে উদারতা, মহানুভবতা ও আধুনিকতার মোড়ক লাগানো অনেক শিরকি বক্তব্যও আমাদের ঈমানি বক্তব্য মনে হতে পারে এবং কঠিন হতে পারে কোয়ান্টাম বুঝা এবং কুফর থেকে ঈমান আলাদা করা।

কোয়ান্টাম মেথড একটি বিস্তৃত সংস্থা। আমরা এখানে তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যাসংক্রান্ত মৌলিক কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছি। চেষ্টা করেছি তথ্যগুলো সামনে নিয়ে শরয়ি আঙ্গিকে পর্যালোচনা করতে, যথাসম্ভব প্রাসঙ্গিক থাকতে, আরোপিত অভিযোগের পথে না হাঁটতে এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত থাকতে।

(এক) মনকে ইলাহ বানিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে তার পূজায় লিপ্ত হওয়া। (দুই) কোয়ান্টামের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ আল বোখারীর পরিচয়। (তিন) ধর্ম সম্পর্কে কোয়ান্টামের আকিদা। (চার) কোয়ান্টামের বিভিন্ন ইসলামবিরোধী কার্যক্রম। এ ছাড়াও কোয়ান্টামের ধ্যানপ্রক্রিয়া, সচিত্র কোয়ান্টামের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রকাশনা ও শিরকি বিশ্বাস নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করেছি।

ইতোমধ্যে দীন এবং ঈমান সম্পর্কে বেখবর অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করে ঈমান হারাচ্ছে। বিস্তারিত না জেনে কিছু আলেমও এতে অংশগ্রহণ করেছেন। দাওয়াত দিয়ে কোর্স করাচ্ছেন নিজেদের পরিচিতদের। আশা করছি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলের চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করতে সহায়ক হবে। দোয়া করছি; যেন সাধারণ মুমিনগণ এবং না বুঝে কোয়ান্টামে অংশগ্রহণকারী ভাইয়েরা নিজেদের ঈমান-আকিদা সংরক্ষণে উদ্যোগী হন; মোহনীয় ভাষ্যে আচ্ছন্ন না থেকে বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঈমান-আকিদার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে শেখেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এই বইয়ের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে আমরা কোয়ান্টাম থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, তাদের প্রশিক্ষণার্থী, ইউটিউব, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, কোয়ান্টাম বিষয়ে দেশের খ্যাতিমান আলেমদের আলোচনা এবং ফকিহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বসুন্ধরা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কোয়ান্টাম মেথড' বই থেকে

সহযোগিতা নিয়েছি। কোথাও শেষোক্ত বইয়ের হুবহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। তত্ত্ব ও তথ্যগত যেকোনো ভুল পরবর্তীসংস্করণে সংশোধনের সদিচ্ছা রাখি; ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ মুমিনদের ঈমান হেফাজত করুন। মুশরিকদের ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিন এবং আমাদের যাবতীয় অপরাধ মাফ করে দিন। ভালোটুকু কবুল করুন ও ভুলগুলো ক্ষমা করুন। আমিন।

# সূচিপত্র

যোগ, প্রবৃত্তির দাসত্বই যার শেষঠিকানা : ১৭
কোয়ান্টাম মেথডের পরিচিতি : ২৪
কোয়ান্টাম কী? : ২৪
কোয়ান্টাম মেথডের পরিচালক 'শহীদ আল বোখারী' : ২৭
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ২৯
জ্যোতিষী, গণক, রাশিফলদাতা ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্পর্কে আল্লাহর নবীর ফয়সালা : ৩১
মহাজাতক শহীদ আল বোখারীর ধর্ম-বিশ্বাস : ৩২
'কোয়ান্টাম মেথড' কেন ইসলাম বিরোধী? : ৩২
কোয়ান্টামের আকিদা : ৩৫
ধর্মনীতি : ৩৫
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ৩৬
'প্রফেসর এম. শমসের আলী ও কোয়ান্টামের নতুন ধর্মচিন্তা : ৪০
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ৪১
ঈমান এবং কুফর মিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় : ৪৪
মানুষের মনের শক্তি সম্পর্কে কোয়ান্টামের আকিদা : ৪৬
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ৪৬
তাকদির সম্পর্কে আকিদা : ৪৮
ইসলামে তাকদিরের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব : ৪৯
তাকদির অস্বীকার করার বিধান : ৫০
ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালনের প্রতিও উৎসাহ দান : ৫১
ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান কুফরি কাজ : ৫১
কুরআনের মর্মবাণী; কুরআনের বিকৃত বাংলা অনুবাদ : ৫৩
আল কুরআনের অনুবাদবিকৃতি : ৫৩
ইসলামি পরিভাষার ভুল অনুবাদ : ৫৫

কুরআন বিকৃতির গুনাহ : ৫৭
ঈমান ও কুফরের মিশ্রণ : ৫৯
সংক্ষিপ্ত আলোচনা : ৫৯
আল্লাহর নামের সাথে শিরক : ৬১
সংক্ষিপ্ত আলোচনা : ৬১
একই বৃত্তে দেখানো হলো ঈমান কুফর : ৬৩
সংক্ষিপ্ত আলোচনা : ৬৩
কোয়ান্টামের আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের প্রতি অনীহা : ৬৭
তাওয়াক্কুলের বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য : ৬৭
মাটির ব্যাংক : ৬৯
ইসলাম কী বলে? : ৭০
কোয়ান্টামের 'মনোছবি' : ৭২
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ৭৩
অন্তর্গুরু : ৭৪
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ৭৫
কে হবে এই অন্তর্গুরু? : ৭৬
'কোয়ান্টাম কমান্ড সেন্টার' শিরকের আড্ডাখানা : ৭৭
কমান্ড সেন্টারের প্রয়োগিক প্রক্রিয়া : ৭৮
ইসলাম কী বলে? : ৮১
কোয়ান্টামের আন্তঃধর্মীয় (প্রার্থনা) হিলিং কী ও কেন? : ৮২
হিলিং করে যেসব সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয় : ৮২
যৌথ হিলিং : ৮৩
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা; হিলিং কেন কুফরি? : ৮৩
কয়েকটি শরয়ি পরিভাষা বিকৃতির নমুনা : ৮৬
'যোগব্যায়ামের' ইসলামিকরণ; কোয়ান্টামের ভণ্ডামি : ৮৮
যোগ, মেডিটেশন ও হেরাগুহায় নবীজির ইবাদত : ৯০
যোগ ও সূর্য নমস্কার : ৯২
সালাত ও অন্যান্য ইবাদতে মনোযোগ বাড়াতে যোগের ব্যবহার : ৯৩
পর্দার শরয়ি বিধান লঙ্ঘন : ৯৫
কোয়ান্টামভঙ্গি ও ধ্বনি : ৯৯
কোয়ান্টামধ্বনিতে মন্ত্র-জপ : ১০০

আত্ম-উন্নয়নের জন্য একইসাথে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতিতে মেডিটেশন : ১০১
ব্যতিক্রমী চিত্রে কোয়ান্টামের চরিত্র : ১০২
কোয়ান্টামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত আলেমের কোয়ান্টামে ইসলামবিরোধী কিছু নেই বলার কারণ : ১০৮
হাজারো প্রশ্নের জবাব নামে বই, কিছু দিক? : ১১০
আরেকটি প্রশ্ন ও তার বিভ্রান্তিকর জবাব : ১১২
কোয়ান্টামের একজন আলেম ও একজন আল্লামার শিরকি বক্তব্য : ১১৪
সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা : ১১৬
কোয়ান্টাম মেথডের নানা দিক আসলে তা কীভাবে ঘটে? : ১২২
শেষকথা : ১২৪

## যোগ, প্রবৃত্তির দাসত্বই যার শেষঠিকানা

পৃথিবীর শুরু থেকেই প্রবৃত্তিপূজারি মানুষেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেওয়া জীবনব্যবস্থা এবং তার ইবাদতের বিপরীতে নানান জীবনব্যবস্থা ও নানান রবের প্রবর্তন করেছে। কুরআনুল কারিম এসব জীবনব্যবস্থার উৎস ও পূজিত রবের পরিচয় দিতে গিয়ে লাত, উজ্জা, মানাত ছাড়াও একটি রবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। তা হলো 'মনোইচ্ছা' বা মানুষের প্রবৃত্তি। আদিকাল থেকেই কিছু মানুষ নিজের মনোইচ্ছাকে রব বানিয়ে তার আরাধনায় লিপ্ত হয়েছে। মনোইচ্ছাকে যারা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পথভ্রষ্ট করেছেন এবং চিন্তা ও বোধে মোহর মেরে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।[১]

তাফসিরের কিতাবে প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানানোর অর্থ করা হয়েছে; মনো ইচ্ছাকে দীনের উৎস বানানো এবং আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমানা ভেদ করে প্রবৃত্তির নির্দেশনাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করা।[২]

এই প্রবৃত্তিপূজারিরা সামগ্রিক জীবনে নিজ মনোইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার নির্দেশনা মেনে চলে এবং একপর্যায়ে বিশেষ পদ্ধতিতে 'মনের' ইবাদতে লিপ্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই 'নফস'কে

[১] সুরা জাসিয়া, আয়াত ২৩

[২] তাফসিরে তাবারি, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির

ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড : ২

ইলাহ বানিয়ে তার উপাসনা এবং তাকে রব হিসেবে উদযাপনের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো 'যোগ' বা আত্মধ্যানের পদ্ধতি। মনকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তার ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার এ বিশেষ পদ্ধতি যোগব্যবস্থার আধুনিক রূপ হলো মেডিটেশন। বাংলাদেশে এর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হলো 'কোয়ান্টাম মেথড'। এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো জাগতিক চৈতন্যের ঊর্ধ্বে অতিন্দ্রিয় বিষয়াদির খবর সংগ্রহ এবং প্রাকৃতিক কার্যাবলিতে স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি অর্জনের নামে বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ। কোয়ান্টাম মেথডে এই প্রশিক্ষণকে 'রিয়েলাইজেশন কোর্স' নামে অভিহিত করা হয়।

## দুই

সাধারণত কুণ্ডলি আকৃতির শরীর ও ধ্যানের সমন্বয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মনের পূজাকে বলা হয় 'যোগ'। প্রবৃত্তিপূজারি ধর্মগুলো বিশেষ করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের শরীরবৃত্তীয় সাধনাপ্রণালিকেও 'যোগ' বলা হয়। যোগ হিন্দুধর্মের ছয়টি প্রাচীনতম শাখার একটি। এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। ইংরেজি yóga (ইয়োগা) শব্দের আধুনিক প্রতিশব্দ হলো মেডিটেশন (meditation) বা ধ্যান।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মেডিটেশন বা যোগভিত্তিক কিছু সংস্থা আছে, যারা মানুষকে ইহজাগতিক উন্নতি, শারীরিক ও মানসিক রোগমুক্তি এবং চেতনালোকের নব উত্থানের কথা বলে যোগভিত্তিক জীবনব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানায়। যোগভিত্তিক জীবনব্যবস্থার অর্থ হলো 'যোগধ্যান' করতে করতে এমন অলৌকিক আধ্যাত্মিক মনোশক্তি অর্জন করা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে ও সুখী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। এসব প্রবৃত্তিপূজারি সংস্থা মানুষের মাঝে সুখে থাকতে এবং কষ্ট ভুলে যেতে একান্তই 'মনোজাগতিক নির্ভরতা' তৈরীর চেষ্টা চালায়। তাই দাবি করা হয় মেডিটেশন ও ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ যে আত্মশক্তি লাভ করে—সেই আত্মশক্তির মাধ্যমে শুধু রোগ-শোক থেকে মুক্তি নয়; বরং মৃত মানুষও জীবিত হয়ে উঠতে পারে। কোয়ান্টামের ভাষায় :

> শুধু পঙ্গুত্ব নয়, শুধু রোগ থেকে মুক্তি নয়, মনের শক্তি ও বিশ্বাস মানুষকে ক্লিনিক্যালি ডেড বা মৃত অবস্থা থেকেও জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন শুধু নিজের উপর বিশ্বাস। এর জ্বলন্ত প্রমাণ বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্ম-উন্নয়নে ধ্যান-পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবর্তক প্রফেসর এম.ইউ. আহমেদ। তিনি 'ক্লিনিক্যালি মৃত্যুবরণ' করার পরও পুনরায় জীবন লাভ করেছিলেন ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ, ৬৪ বছর বয়সে।[৩]

অর্থাৎ মনোশক্তির মাধ্যমে মৃত মানুষও জীবিত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের আপন মনের ভেতর এমন আত্মশক্তি লুক্কায়িত থাকে, যা এক ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতার ছায়া-ক্ষমতা, মানুষের মুক্তির জন্য যার উত্তোরণ ঘটানো জরুরি। যারা কোয়ান্টামের গুরুর দীক্ষা ও মেডিটেশনের মাধ্যমে এর উত্তোরণ ঘটাতে পারে, তারাই তাদের ভাষায় কামিল ইনসান বা আল্লাহতে সমর্পিত আত্মা। তাই মেডিটেশন সংস্থাগুলো মনের ব্যায়াম ও মনের কল্পনার মাধ্যমে আত্মচেতনার উত্তোরণ ঘটিয়ে কীভাবে ভালো থাকা যায় এবং অন্যের অসুখ সারিয়ে তোলা যায়—সে বিষয়ে তাদের ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক মেডিটেশনের প্রশিক্ষণ দেয়। বাংলাদেশে এসব মেডিটেশনসংস্থার মধ্যে সিলভার মেথড, গোল্ডেন মেথড, কোয়ান্টাম মেথড, ইয়োগা পাওয়ার, সুরিয়া নমস্কার, যোগ মেডিটেশন ও যোগ ফাউন্ডেশনের নাম উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কিছু সংস্থা ধর্মের আশ্রয়ে তাদের কার্যাবলিকে ব্যাখ্যা করে এবং এর মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার চেষ্টা চালায়। তবে এদের প্রত্যেকের কর্মপন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রায় অভিন্ন।

## তিন

ভালো থাকতে একান্তই 'মনোশক্তির নির্ভরতা' এবং আত্মশক্তি উত্তোরণের নামে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা অথবা 'যোগধ্যানের' নামে আপন মনকে অসীম শক্তির উৎস মনে করা; বিষয়টি ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে ব্যাখ্যা ও বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ ইসলামি

[৩] সাফল্যের চাবি কাঠি, কোয়ান্টাম মেথড, মহাজাতক- পৃষ্ঠা- ২২

আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মনোজগৎ সেই অর্থে স্বাধীন বা মুক্ত নয়। কিংবা তার মন তার 'ইলাহ'ও নয়। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া জীবনব্যবস্থার অনুসারী একজন মুমিনের মনোজগৎ পরিচালিত হয় ইসলামের সামগ্রিক বিধিবদ্ধ বিধান ও বিশ্বাসের আলোকে। যেমন- মানুষ সৃষ্টি ও শয়তানের উত্থান, জীবন-জগতের সৃষ্টি ও তার ভালো-মন্দ, মানুষের সুস্থ ও অসুস্থতা বিষয়ে ইসলামি আকাইদের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট আলোচনা আছে। মৃত্যু, কবরজগৎ, আখেরাত ও পুলসিরাত, বিচারদিবস, জান্নাত-জাহান্নাম, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং ইহজাগতিক ঘটন-অঘটনের বিষয়ে ঈমানি দায়বদ্ধতা থেকে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে। আছে নেক-আমলের বিনিময়ে ইহজগতেই সুখময় জীবন ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিলদের জন্য সংকুচিত জীবনের বিশ্বাস।

মনোশক্তির পূজারি যোগভিত্তিক মেডিটেশন সংস্থাগুলো মনোশক্তির নির্ভরতার প্রশিক্ষণের সময় প্রথমেই এসব দীনি দায়বদ্ধ বিশ্বাসকে নেতিবাচক ও অলীক বিশ্বাস বলে কটাক্ষ করে। অবাস্তব বলে হাস্যরস করে। পেছন থেকে অদেখা কারো ইচ্ছাশক্তি নয়; বরং মানুষ চাইলেই 'মনোশক্তি' দিয়ে ভালো থাকতে পারে এমন বিশ্বাসকে অতীব জোরদার করে তোলে। অতঃপর একান্তই মনোশক্তির নির্ভরতা তৈরি করতে ঈমানের মৌলিক শাখা 'তাকদিরের' প্রতি অবিশ্বাসী করে তোলে। মানুষের মনকে মহাশক্তির উৎস বানিয়ে মুক্তমন ও শেকলবিহীন বিশ্বাসের প্রেরণা যোগায়।

**চার**

'যোগভিত্তিক জীবনব্যবস্থার' সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব এখানেই যে, তারা নিজেদের মনকে 'ইলাহ' হিসেবে গ্রহণ করে, তাকেই একমাত্র ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের উৎস বলে বিশ্বাস করে। আর একেই তারা বলে মুক্তবিশ্বাস। কিন্তু একজন মুসলিম কখনোই তার মনোজগতে লালিত দীনি বিধিবদ্ধ বিশ্বাসকে ডিঙিয়ে নতুন করে এমন মুক্তবিশ্বাস গ্রহণ করে উঠতে পারে না।

এ সংস্থাগুলো মনোশক্তির নির্ভরতার কথা বলে পেছনে দীনি বিধিবদ্ধ বিষয়ে অবিশ্বাস পুশ করে। সংশয় তৈরি করে ঈমানের বিধিবদ্ধতায়। মানুষের সংকুচিত জীবন কি আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে তার দেওয়া আজাব, না তার পরীক্ষা? না এগুলো স্রেফ

মানুষের মনোজগতের সমস্যা, মনোশক্তির অভাব? মনোজগৎ ঠিক হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন? এসব প্রশ্নের উত্তরে তাদের বক্তব্য হলো দুর্ভাগ্য ও অলীকে বিশ্বাস করাই বরং দুর্ভোগের কারণ।

এই যে কারণে-অকারণের দ্বন্দ্ব, এর মাধ্যমে দুনিয়ার নানান ঘটনা ও রটনার ঈমানি দায়ের যে ব্যাখ্যা আছে, তাকে দ্বান্দ্বিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়াই মেডিটেশন সংস্থার এক অঘোষিত লক্ষ্য। জীবন-জগতের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে ঈমান সংশ্লিষ্ট আকাইদের বিষয়ে 'সংশয় বা দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিঃসন্দেহে কুফর। হ্যাঁ, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও শিরকি বিশ্বাসের বিষয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট আলোচনা আছে। যেমন আছে এসব মেডিটেশনের শিরকি বিশ্বাস প্রসঙ্গে। তবে 'কোয়ান্টাম মেথড' মেডিটেশনের মাধ্যমে এই সুনির্দিষ্ট সীমানা ডিঙিয়ে খোদ 'তাকদিরকেই' কুসংস্কার বলে বিশ্বাস করাতে চায়।

যাপিত জীবনে মানুষ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়, তার কারণ কী? কিছু বস্তুর অভাব, এটা-সেটা না থাকা, মনোরোগে আক্রান্ত হওয়া? না এর পেছনে আরো একটি অদেখা শক্তিও কার্যকর আছে? এই বিষয়ে মেডিটেশন সংস্থাগুলোর আকিদা ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মেডিটেশন সংস্থা মনে করে অদেখা শক্তি কার্যকর আছে এ বিশ্বাসই মানুষের দুর্দশার কারণ। বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত কোয়ান্টাম মেথড থেকে প্রকাশিত বই 'কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাসের' সাত নং পৃষ্ঠায়, মুক্তবিশ্বাসের সফলতার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে :

> মুক্তবিশ্বাস যদি সবকিছু এতো সহজেই বদলে দেয় তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজ পথকে সহজে গ্রহণ করে না? কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়, বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে, বিশ্বাস করে অলীকে, বিশ্বাস করে প্রতারকদের, বিশ্বাস করে মূর্খদের, বিশ্বাস করে শয়তানকে।[৪]

অর্থাৎ, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য তাকদির থেকে হয়, অথবা মানুষ শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে নিজের ক্ষতি করতে পারে এমন বিশ্বাসই বরং দুর্দশার কারণ, নেতিবাচক বিশ্বাস। তাই মেডিটেশন

[৪] কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃষ্ঠা-৭

সংস্থাগুলো এখানে তার অনুসারীকে শেখায়, কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে লৌকিক বিশ্বাসের শেকল ছিড়ে বিজ্ঞান ও মুক্তবিশ্বাসী হয়ে মন হালকা করা প্রয়োজন। সোজা কথায় আল্লাহ করেছেন, এই বিশ্বাসের পেছনে নিজেকে তাড়িত না করে এবং এ অনুযায়ী উদ্যোগী না হয়ে বরং মুক্তভাবে মনোজগতে পরিবর্তন আনলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

## পাঁচ

ইসলাম আল্লাহর উপর আস্থা রেখে আত্মবিশ্বাসের সমর্থন করে, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করে যে, মানুষের 'মনোশক্তি' তার ভালোমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের স্রষ্টা। ইসলাম মনে করে মানুষের যাপিত জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ ও ঘটনা-দুর্ঘটনার পেছনে আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য শক্তি কার্যকর আছে এবং মানুষের যাপিত জীবনকে যা কিছু প্রভাবিত করে, এসব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই করেন। তার ইচ্ছা এখানে শতভাগ কার্যকর। তিনিই কারণ-অকারণের স্রষ্টা। তাই কোনো মুমিনের এই বিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রূপকভাবেও নয়। কাজেই ঘটনার পেছনে বাহ্যিক কোনো কারণ থাকলেও এর সমাধানের জন্য বাহ্যিক বৈধ উপকরণ গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহর হুকুমের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। সাথে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসও রাখা জরুরি যে, সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু আদর্শিক জায়গা থেকে মেডিটেশনে উদ্যোগী হলে এই বিশ্বাস ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

মানুষের জীবন আল্লাহর তায়ালার হুকুমেই সংকুচিত হয়, প্রশস্ত হয়। এটি একান্তই তাকদিরি বিষয়। কেউ যদি এ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে কুফরের দিকে ফিরে যেতে চায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, মানুষ তাকে ভুলে গেলে তিনি তাদের জীবনকে সংকুচিত করে দেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে নিশ্চয় এক সংকীর্ণ জীবন এবং আমি তাকে কেয়ামত দিবসে ওঠাবো অন্ধ অবস্থায়।[৫]

[৫] সুরা তাহা, আয়াত ১২৪

এই যে তাকে ভুলে গেলে তিনি জীবন সংকুচিত করে দেন এটাই একজন মুমিনের বিশ্বাস। এর কোনো অতিন্দ্রিয় ব্যাখ্যা নেই। মানুষ মাত্রই আল্লাহর হুকুমের দাস। সকলেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তা। কেউ তার অধীনস্থতা মুক্ত নয়। তিনি সব কিছুর ধারক-বাহক। তিনি স্রষ্টা। কিন্তু মেডিটেশনভিত্তিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এ বিশ্বাস থেকে বের করে সরল মনে মুক্তবিশ্বাসের আহ্বান জানায়। অর্থাৎ আমাদের সকল সমস্যার কোনো অলীক সমাধান নেই। আমরা মুক্তমনে, মুক্ত বিশ্বাসে মনোজগৎ দিয়ে এর মোকাবেলা করলে আমরা অবশ্যই ভালো থাকবো। এটাই হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা 'যোগের' মাধ্যমে মনপূজার আধুনিক সংস্করণ। এর কাজ হচ্ছে বিশেষ পদ্ধতিতে মনকে ভালো থাকার প্রবোধ দেওয়া এবং আক্রান্ত সমস্যার সমাধানে একান্তই আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ না করে আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে মনের কাছে প্রার্থনা করা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের মনোরোগের চিকিৎসার জন্য নানা ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 'সাইকো থেরাপি' এর অন্যতম। তবে তাতেও মানুষের মনের এমন সত্তার কথা স্বীকার করা হয় না, যার সাহায্যে মানুষ নিজেই কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক হয়ে যেতে পারে। বা অপার্থিব সাহায্যের ক্ষমতা বলে অন্যের রোগ সারিয়ে তুলতে পারে। বরং এ থেরাপি-পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের এলোমেলো ভাবনাগুলো গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে সেটা ধ্যান কিংবা যোগধারণার মাধ্যমে নয়, কিছু শাব্দিক কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে। কিন্তু মেডিটেশন সংস্থায় মনের এমন শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বান করা হয়, যাতে মানুষ পার্থিব চেতনার ঊর্ধ্বে মনকে উধাও করে অপার্থিব ক্ষমতার মালিক বনে যায়, যাতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজের এবং অন্যের যাবতীয় অকল্যাণ রুখে দেওয়া যায়।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই পুরো মেডিটেশনপ্রক্রিয়া একজন মুসলিমকে ধীরে ধীরে তার একনিষ্ঠ ঈমানি চেতনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মনের দাসত্বে বন্দি করে নেয়। ভেতরে ভেতরে প্রতিষ্ঠা করে নেয় আপন মনের প্রভুত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ঈমানকে এসব ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমাদের কল্যাণময় দুনিয়া ও আখেরাত দান করুন। ঈমানি মৃত্যুর ফয়সালা করুন। আমিন।

## কোয়ান্টাম মেথডের পরিচিতি

বাংলাদেশে 'কোয়ান্টাম মেথড' মেডিটেশন বা যোগজগতের অতি পরিচিত একটি নাম। ১৯৭৩ সাল থেকে মহাজাতক শহীদ আল বোখারীর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৮০ সালে এর কার্যক্রম একটি নতুন রূপ ধারণ করে। ঢাকার শান্তিনগরে প্রতিষ্ঠা করা হয় কোয়ান্টামের অফিস। মেডিটেশন ও যোগব্যায়ামকে জনপ্রিয় করার লক্ষে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র' এবং ১৯৮৬ সালে এসে এই যোগ মেডিটেশনই 'যোগ ফাউন্ডেশন' নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯২ সাল থেকে মহাজাতক শহীদ আল বোখারী দৈনিক ইত্তেফাকে রাশিফল ও মাসিক উপমায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন বিষয়ে লিখতে শুরু করেন। মাসিক রহস্য পত্রিকায় 'আত্মনির্মাণ' বিভাগে লেখেন ১৯৯৩ থেকে। এরপর হাতেকলমে মেডিটেশন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোয়ান্টাম মেথড নামধারণ করে সর্বসাধারণের জন্য চারদিনের একটি বিশেষ কোর্সপদ্ধতি চালু করা হয়। ১৯৯৩ এর ৭ জানুয়ারি হোটেল সোনারগাঁওয়ে তাদের প্রথম ব্যাচটি পরিচালিত হয়। এরপর কোর্স-১, কোর্স- ২ নামে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে কোর্সগুলি।

## কোয়ান্টাম কী?

অল্প কথায় কোয়ান্টামকে সংজ্ঞায়ন করা মুশকিল। তবে 'কোয়ান্টাম' শব্দটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স[৬] নামে বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা থেকে ধার করা। কোয়ান্টামের ভাষ্যমতে :

---

[৬] আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পরমাণু এবং অতি পারমাণবিক কণার বা তরঙ্গের মাপনীতে পদার্থের আচরণ বর্ণনা করে। Quantum mechanics ব্যবহার করে বিশাল কোনো বস্তু, যেমন তারা ও ছায়াপথ এবং বিশ্বতত্ত্বমূলক ঘটনা যেমন মহা বিস্ফোরণ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে। উইকিপিডিয়া

> কোয়ান্টাম হলো Science of Living বা জীবনযাপনের বিজ্ঞান। আশ্রম ও খানকার চৌহদ্দি থেকে বের করে ধ্যানকে গণমানুষের আত্মোন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রয়োগ করাই তাদের উদ্দেশ্য। ধ্যানচর্চার মাধ্যমে প্রাচ্যের সাধনা আর আধুনিক বিজ্ঞানের নির্যাসে সঞ্জীবিত কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন প্রক্রিয়া। সাধকদের সাধনা ও মনোবিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের ফলে সহজে মেডিটেটিভ লেভেলে পৌঁছে আত্মনিমগ্ন হওয়া যায়। সোজা কথায় ধ্যানচর্চার মাধ্যমে জীবনযাপনের বিজ্ঞান এটি।[৭]

এই আলোকে বলা যায় কোয়ান্টাম হলো মেডিটেশনভিত্তিক আত্মনির্ভর জীবনব্যবস্থা। কোয়ান্টামের বইপত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে এর আলোচনা আছে। কখনও বলা হয়েছে :

> মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম মেথড। আবার বলা হয়েছে অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করার অন্তর্গত শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড মানুষের এই সুপ্ত শক্তিকেই জাগ্রত করে আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করে।

আবার কোথাও বলা আছে :

> যেহেতু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত মনকে বিজ্ঞানে পুনর্বাসিত করেছে, তাই চেতনার শক্তিকে, মনের অসীম ক্ষমতাকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের সহজ ও পরীক্ষিত এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটির নাম আমরা রেখেছি কোয়ান্টাম মেথড।[৮]

মনের অসীম ক্ষমতাকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার; এর প্রকৃতি হচ্ছে—বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মনের এমন শক্তি অর্জন করার কথা বলা, যাতে ব্যক্তি জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ও যথেচ্ছ ব্যবহার করে নিজের ও মানুষের কল্যাণ করতে পারে।

---

[৭] সাফল্যের চাবিকাঠি; কোয়ান্টাম মেথড- উৎসর্গ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

[৮] জীবনযাপনের বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম মেথড, প্রবন্ধ- থেকে

কোয়ান্টাম মনে করে এটিই তাদের প্রাণ, তাদের মূল চালিকাশক্তি। বর্তমানে কোয়ান্টাম একটি বহুমুখী সংস্থা। মেডিটেশন বা যোগ তাদের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। মেডিটেশন ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ ধ্যান। কোয়ান্টাম এর অর্থ করে 'মনের ব্যায়াম'। বিজ্ঞানের দিক থেকে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু কোয়ান্টামজাতীয় সংস্থাগুলো সাধারণত ধ্যান, যোগব্যায়াম এবং সুফিবাদের 'মোরাকাবা'র বৈজ্ঞানিক অর্থ হিসেবে মেডিটেশন শব্দকে ব্যবহার করে থাকে।

শুরুর দিকে কোয়ান্টাম ছিল একটি ধ্যানভিত্তিক কার্যক্রম। কিছু মানুষ মিলে একটি ব্যাচ গঠন করেন। সেখানে একজন প্রশিক্ষক থাকেন। কোয়ান্টামের পরিভাষায় তিনি গুরুজি, যিনি শহীদ আল বোখারী মহাজাতক নামেও প্রসিদ্ধ। তিনি বিভিন্ন কল্পনা, চেতনা উন্মুক্তকরণ বাক্যমালা, নানান চিন্তা, বিভিন্ন ধর্মীয় শ্লোক, আত্মিক ভ্রমণ বর্ণনা, গাণিতিক পদ্ধতি, আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা, (হিলিং) মনোছবির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন, মনোন্নয়ন ও মনোরোগ মুক্তির কথা বলে বিশেষ পদ্ধতিতে ধ্যানমূলক প্রশিক্ষণ দেন। মানুষের মনোজগতে স্থাপন করেন মানব-জীবনের সফলতা-অসফলতা সম্পর্কে মনোশক্তির বিশ্বাস। এসব নতুন বিশ্বাস ও অতি আত্মোপলব্ধিমূলক কথার অনেকগুলোই শিরক (যা আমরা সামনে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ)।

কয়েক ব্যাচ প্রশিক্ষণের পর 'কোয়ান্টাম' মানবসেবার নামে কিছু সামাজিক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর কিছুদিন পর ধর্মভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণ এবং ধর্মের উদারতা ও সহনশীলতার নামে ইসলামের নানান অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। তারপর সকল ধর্মের মর্মকথা একই বা সকল ধর্মই সত্যধর্ম এজাতীয় ধারণাকে সামনে আনতে শুরু করে। এভাবে তারা সকল ধর্মকে সমমর্যাদামূলক একটি নতুন দর্শনের দিকে আহ্বান করতে থাকে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়টি তারা সরাসরি স্বীকার করে না এবং তাদের অনুসারীরাও ধর্মের এই নতুন চিন্তা নিয়ে আলাপ করতে আগ্রহী হয় না। কিন্তু তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যাতে স্পষ্টই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকেও সত্যধর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও তা অকপটেই বলে ফেলা হয়।

এই দর্শন সামনে রেখেই প্রকাশ করতে থাকে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য কুফরি ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নিয়ে রচিত বিশেষ কণিকা। যেমন হিন্দুদের 'বেদ কণিকা', খ্রিষ্টানদের 'বাইবেল কণিকা', বৌদ্ধদের 'ধম্মপদ' এবং হিন্দুদের 'গীতা'সহ প্রায় ডজন খানেক ভিন্ন ধর্মীয় বই। তাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আছে বিভিন্ন কর্মী, যারা মানুষকে এতে অংশগ্রহণ করে চিকিৎসা নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মহাজাতকের কাছে গিয়ে কোর্স করার ব্যবস্থা করে দেয়। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে সাধারণ মানুষকে সেবা ও চিকিৎসার কথা বলেই উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মেধা, যোগ্যতা ও আনুগত্য বিচার করে ধীরে ধীরে তাদের একান্ত অনুসারী ও স্থায়ী সদস্য করে নেওয়া হয়।

কোয়ান্টামের বিশেষ আকর্ষণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানের লামায় 'কোয়ান্টামপল্লী'। সেখানে রয়েছে শিশুকানন, ধ্যানঘর, পাঠাগার, স্কুল, কলেজ, শিশুসদন, মসজিদ, চিকিৎসালয়, প্রশিক্ষণাগার ও আবাসিক হল। শিশুদের জন্য রয়েছে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ ধরনের আন্তঃধর্মীয় জীবনযাপনের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

## কোয়ান্টাম মেথডের পরিচালক 'শহীদ আল বোখারী'

শহীদ আল-বোখারী মহাজাতক (গুরুজি) বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী, রাশিফল লেখক ও মহাজাতক। তার নাম মূলত শহীদ উল্লাহ বলেই জেনেছি। পরবর্তীতে যোগ হয়—'আল বোখারী', গুরুজি ও মহাজাতক। 'মহাজাতক' খেতাবটি শহীদ আল বোখারী কীভাবে পেয়েছেন এবং তাকে কে দিয়েছে এটি স্পষ্ট নয়। পেশাগতভাবে সাংবাদিকতায় জড়িত থাকলেও এই মহাজাতক দীর্ঘ সময় ভাগ্যগণনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পরবর্তীতে এর মাধ্যমে জীবিকা-নির্বাহে লিপ্ত ছিলেন। তিনিই 'কোয়ান্টাম মেথডের' উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা। তার বংশপরিচয়, স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, প্রাথমিক পড়াশোনা ও কোয়ান্টাম-বিষয়ক ধারণাপ্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। সম্ভবত বিষয়টি স্বেচ্ছায় আড়ালে রাখা হয়েছে। ধারণা করা হয় বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ প্রফেসর এম. ইউ. আহমেদের সংস্পর্শে এসে তিনি কোয়ান্টাম-বিষয়ক কার্যক্রমের দীক্ষা পান। তবে

কোয়ান্টামের প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ে শহীদ আল বোখারীর সাধারণত যে পরিচয় তুলে ধরা হয়, আমরা তা হুবহু এখানে উল্লেখপূর্বক কিছু পর্যালোচনা পেশ করছি।

কোয়ান্টাম থেকে প্রকাশিত 'নিউমারোলজি সংখ্যা-সৌভাগ্যের চাবিকাঠি' বইয়ের শুরুতেই শহীদ আল বোখারীর পরিচয় দেওয়া আছে এভাবে :

> বরেণ্য ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা, মহাজাতক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, মহাশূন্যযানে চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা, পুনঃনির্বাচনে প্রেডিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন।
>
> জ্যোতিষবিজ্ঞান, যোগ, মেডিটেশন, প্রাকৃতিক নিরাময় তথা অতিন্দ্রিয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এ বিষয়গুলো নিয়ে তিনি লিখে আসছেন গত দুই যুগ ধরে। দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত রাশিফল ও বর্ষশুরুর ভবিষ্যদ্বাণী লিখে আসছেন ১৯৭৭ সাল থেকে।
>
> 'শহীদ আল বোখারী' কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। সাইকিক কনসালটেন্ট হিসাবে সার্বক্ষণিক কাজ শুরু করার আগে তিনি ছিলেন দেশের প্রাচীনতম দৈনিক আজাদের বার্তা-সম্পাদক। ১৯৮৩ সাল থেকে জ্যোতিষবিজ্ঞান, পাশাপাশি যোগ ও মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য স্থাপন করেন যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র। পরে এই প্রচেষ্টাকে আরও সুসংহত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "যোগ ফাউন্ডেশন"। তিনি মেডিটেশন ও মননিয়ন্ত্রণের সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোয়ান্টাম মেথড-এর উদ্ভাবক ও সফল প্রশিক্ষক।[৯]

উপরে কোয়ান্টামের প্রকাশিত বই থেকে কোয়ান্টামের পরিচালক শহীদ আল বোখারীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে মহাজাতকের মোট আটটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। শহীদ আল বোখারী :

---

[৯] নিউমারোলজি সংখ্যা- সৌভাগ্যের চাবিকাঠি- পৃষ্ঠা-৪

১. ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা
২. মহাজাতক (ভাগ্যগণক)
৩. অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেন।
৪. অতিন্দ্রিয় বিজ্ঞানের (গায়েবি বিষয়ে) প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেন।
৫. তিনি পত্রিকায় রাশিফল লেখেন।
৬. বর্ষশুরুর ভবিষ্যদ্বাণীও করেন।
৭. তিনি "যোগব্যায়াম" জনপ্রিয় করার লক্ষে কাজ করেন।
৮. প্রতিষ্ঠা করেছেন "যোগ ফাউন্ডেশন"।

## সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

উপরে যে আটটি বিষয় দেখানো হলো, (নিজেকে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা বলে দাবি করা বা "গণনা করে ভালো-মন্দের নির্দেশনা দেওয়া, নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার দাবি করা, গায়েবের খবর রাখা, রাশিফলে বিশ্বাস ও নিজেই রাশিফল লেখা, বর্ষশুরুর ভবিষ্যদ্বাণী করা, কুফরি ধর্মের বিশেষ উপাসনার প্রক্রিয়া 'যোগ' প্রতিষ্ঠার কাজ করা বা এর জন্য ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা) এর প্রত্যেকটি কাজ ও বিশ্বাস যে শিরক, ইসলামি আকিদাবিষয়ক ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন এমন যে-কারুর বিষয়টি বুঝতে পারার কথা। তারপরও আমরা বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হলো ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এখানে কোনো রূপক, বা অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুণবাচক নাম হলো العليم। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ভবিষ্যতের জ্ঞান হলো—এক প্রকার গায়েবের জ্ঞান, কেউ যদি নিজেকে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হিসাবে দাবি করে, অথবা অন্য কেউ তার সম্পর্কে এই দাবি করে, অথচ সে তা প্রত্যাখ্যান না করে, তাহলে উভয় ব্যক্তিই কাফের। কেননা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই জানেন। অথবা আল্লাহ যদি কাউকে অহির মাধ্যমে জানান। আর ওহীর দরজা এখন বন্ধ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

আর তার কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে।[১০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন তিনি ছাড়া কেউ গায়েবের বিষয়ে জানে না। ইরশাদ হয়েছে :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

তিনি তাদের আগের ও পরের সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাকে বেষ্টন করতে পারবে না।[১১]

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না।[১২]

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

যে-দিন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তার রাসুলদের একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই, আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।[১৩]

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

তাদের সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে-সবই তিনি জানেন- তার জ্ঞান-সীমা থেকে তারা কোনো কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।[১৪]

---

[১০] সুরা আনআম, আয়াত ৫৯
[১১] সুরা তাহা, আয়াত ১১০
[১২] সুরা নামল, আয়াত ৬৫
[১৩] সুরা মায়িদা, আয়াত ১০৯
[১৪] সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫

নারী সাহাবি রুবাই বিনতে মুআওয়িয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ.وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ

আমার বিবাহের দিন সকালে রাসুলুল্লাহ আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমার কাছে কয়েকটি বালিকা গীত গাইছিল এবং বদরের যুদ্ধে তাদের যেসব পূর্বপুরুষ শহীদ হয়েছিল তাদের জন্য শোকপ্রকাশ করছিল। একপর্যায়ে একটি মেয়ে বলল 'আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল (তথা ভবিষ্যতে) কী হবে তা জানেন।' তখন রাসুলুল্লাহ তাদেরকে বলেন 'তুমি এমনটি বলো না, [আগামীতে (ভবিষ্যতে) কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।] বরং পূর্বে যা বলছিল তাই বলো।'[১৫]

## জ্যোতিষী, গণক, রাশিফলদাতা ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্পর্কে আল্লাহর নবীর ফয়সালা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি কোনো গণক, ভাগ্যবক্তা বা ভবিষ্যদ্‌বক্তার নিকট গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরি করে।[১৬]

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرُ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এলো এবং তার কথা বিশ্বাস করল, তাহলে সে অবিশ্বাস করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৫] সহীহ বুখারি, হাদিস নং-৩৭৭৯

[১৬] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯

ওয়াসাল্লামের আনীত দীন। আর যে গণকের কাছে এলো, কিন্তু তাকে সত্যায়ন করল না; তার চল্লিশ রাতের সালাত কবুল করা হবে না।[১৭]

আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন বলে আকিদা পোষণ করা কুফরি। কারণ তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথার সাথে সাংঘর্ষিক। ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গায়েব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।[১৮]

উল্লিখিত আয়াতগুলো প্রমাণ করে ইসলামের দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার দাবিদার, গণক, রাশিফল লেখক, গায়েবের খবর রাখার বিশ্বাসীরা মুসলিম নয়।

কাজেই যার নিজের ঈমান সংশয়পূর্ণ, তার কাছে মুমিনদের ঈমান শেখা, নামাজের মনোযোগ শেখা, দীন শেখা এগুলো ধোঁকা বৈ কী? ইসলামে এর অনুমতি নেই। আল্লাহ বুঝার তাওফিক দিন।

## মহাজাতক শহীদ আল বোখারীর ধর্ম-বিশ্বাস

শহীদ আল বোখারীর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মৌলিক কথা হলো, কোয়ান্টামের আকিদাই হলো তার ধর্মবিশ্বাস।

## ‘কোয়ান্টাম মেথড’ কেন ইসলাম বিরোধী?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, ইসলামের সাথে কোয়ান্টাম মেথডের বিরোধটা মূলত কী নিয়ে। ঠিক কোন কোন বিষয়ে বিরোধ তা সুনির্দিষ্ট করে আলোচনা প্রয়োজন। তবে তার আগে আমাদের পুরোপুরি ঈমানের পাঠ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, ইসলামবিরোধী কোনো বিষয়কে যদি কেউ ইসলামবিরোধী মনে না করে তবে তা

[১৭] মুসনাদে আহমাদ- হাদিস নং- ৯২৫২

[১৮] সুরা নামল, আয়াত ৬৫